Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

প্রথম আলো
০৩-০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা- ০১ ও ০৪, প্রথম অংশ

যে যত শক্তিমান, বড় খেলাপি, তার সুদ মওকুফও তত বেশি

একক বক্তৃতায় ফরাসউদ্দিন

একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইআরএফ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেছেন, বছরে ৭০০ কোটি ডলার পাচার হয়ে যাচ্ছে, এটা নিয়ে কেউ কিছু বলে না। সরকার নিশ্চুপ, রহস্যজনকভাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলও (আইএমএফ) এ নিয়ে কিছু বলে না। ঋণখেলাপি, করখেলাপি ও অর্থ পাচারকারী এক সূত্রে গাঁথা।

তিনি আরও বলেন, যখন ঋণ খেলাপিওয়ালা বেশি বড় হয়ে যায়, তখন এক হাজার টাকা কৃষিঋণের কারণে কেউ জেলে যায়, আর ১০ হাজার কোটি টাকা শিল্পঋণের খেলাপি গ্রাহক সরকারের পাশে বসে। এখন যে যত বেশি শক্তিমান, সে তত বড় খেলাপি। তার সুদ মওকুফও হয় তত বেশি। ২০০৩ সালে সুদ মওকুফ শুরু হয়। আমার কাছে ক্ষমতা থাকলে সুদ মওকুফ সুবিধা এখনই বন্ধ করে দিতাম।

অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এসব

ইআরএফ আয়োজিত একক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। ছবি : প্রথম আলো

মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ, ব্যাংক একীভূত করা, টাকা ও ডলারের সংকট, বৈষম্য, মূল্যস্ফীতি, অর্থ পাচার, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকাসহ নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন। তিনি নিজে কথা বলার পাশাপাশি সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন।

ব্যাংক একীভূতকরণ প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, ব্যাংক একীভূত করা সব দেশেই হয়। জোর করে ব্যাংক একীভূত করা যাবে না। দুই পক্ষের সম্মতিতে এটা করতে হবে। কিন্তু খারাপ ব্যাংক ভালো করার এটাই একমাত্র উপায় না।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

প্রথম আলো
০৩-০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা- ০১ ও ০৪, দ্বিতীয় অংশ

যে যত শক্তিমান, বড় খেলাপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর বিকল্প আছে। এখন যাদের ভালো ব্যাংক বলা হচ্ছে, এমন চারটি ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকই একসময় তদারকি করে ভালো করেছে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক বন্ধ নিয়ে উৎকণ্ঠা আছে। অথচ বিদেশে অহরহ ব্যাংক বন্ধ হচ্ছে। এ জন্য আমানত বিমার পরিমাণ এক লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক কোটি টাকা দরকার। তাহলেই আমানতকারীরা ভরসা পাবে। টাকা ঘরে না রেখে ব্যাংকে রাখবে। পাশাপাশি ৩-৬ মাস মেয়াদি আমানত ব্যাংকে আনতে সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেওয়া উচিত। টাকা-ডলার অদলবদল কোনো ভালো পন্থা না।

তিনি আরও বলেন, হুট করে ব্যাংক একীভূত করা ঠিক হয়নি। অশোভনীয় হয়ে গেছে। বেসিক ব্যাংককে যতই একীভূত করা হোক, সেটা ভালো হবে না। ওই ব্যাংক যিনি নষ্ট করেছেন, শুনেছি দেশেই আছেন। আগে ওনার নাম ভিন্ন ছিল, পরে 'শেখ' হয়েছেন। কার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে আছেন জানি না। জানলেও নাম বলতে পারতাম না। কারণ, এই বয়সেও আমি 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'।

অন্য একটি ব্যাংকের নাম উল্লেখ না করে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, জগন্নাথ কলেজে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতাকে ব্যাংক দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ছেলে জনসম্মুখে একটি ব্যাংকের এমডিকে গুলি করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা কত টাকা যে বিদেশে নিয়ে গেছে, তার হিসাব নেই। এই ব্যাংক একীভূত করে, না আলাদা রেখে শায়েস্তা করা হবে, এটা সিদ্ধান্তের বিষয়। একীভূত করা ভালো সিদ্ধান্ত, তবে এটা নতুন করে সংকট তৈরি করতে পারে।

খেলাপি ঋণের কারণে অর্থসংকট

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, সারা পৃথিবীতে তফসিলি ব্যাংকের কাজ হলো ৩-৬ মাস মেয়াদে বাণিজ্য অর্থায়ন করা। ১৯৯১-৯২ সালে একটি মুরব্বি দাতা সংস্থার পরামর্শে সরকার ব্যাংকগুলোকে দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন শুরু করায়। এটা ভালো পরামর্শ ছিল না। এ জন্য ব্যাংক খাতে সমস্যা শুরু হয়। খেলাপি ঋণ শুরু হয় ওই সময় থেকে।

প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, 'ব্যাংক খাতে সব গ্রাহকেরা আমার সময়ে নিয়ন্ত্রণে ছিল। নিশ্চয়ই আবার নিয়ন্ত্রণে আসবে। খেলাপিরা ২ শতাংশ টাকা দিলে নিয়মিত হয়ে যায়, অন্যদের দিতে হয় ১০ শতাংশ। নির্বাচনের আগে এই সুবিধা এক বছর বাড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। সংসদে ব্যাংক পরিচালক মেয়াদ ৯ বছর প্রস্তাব গেল, কোনো সুপারিশ ছাড়াই তা হয়ে গেল ১২ বছর। এর জবাব কী।'

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আরও বলেন, 'আমার মনে হয় খেলাপি ঋণের পুনঃ পুনঃ পুনঃ তফসিলের কারণে ব্যাংক খাতে অর্থের টান পড়েছে। এ জন্য টাকা ছাপিয়ে বা ট্রেজারি বন্ডে দিতে হচ্ছে। এতে মূল্যস্ফীতি থেকে যাচ্ছে। যখন শক্তিমান কেউ সরকারকে বোঝাতে পারবে, মূল্যস্ফীতি কমানোর উপায় খেলাপি ঋণ আদায় করা। এখন কে বোঝাবে, এটা বিষয়। সরকার সেটা শুনলে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে।'

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আরও বলেন, 'নীতিগতভাবে আমি মনে করি কোনো আমলার রাজনীতিতে আসা ঠিক না। কোনো গোষ্ঠীর আখের গোছানোর জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি। স্বাধীন হওয়ার সুবিধা কেউ পাচ্ছেন অতি সামান্য, কেউ অনেক বেশি সুবিধা ভোগ করছেন। বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা অনেক ভালো করেছেন, তাঁদের এখন যুক্তিসংগত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে।

সংকট যেখানে

কয়েকটি ব্যাংক প্রায় দেড় বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ জমা (সিআরআর) রাখতে পারছে না, অথচ তারা ঋণ দিয়ে যাচ্ছে। এটা কীভাবে সম্ভব হচ্ছে। আবার টাকা ও ডলারের সংকট চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এর জবাবে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, বিধিবিধান, রীতিমতো আইন না মানলে সমস্যা তো হবেই। টাকাকে অতিমূল্যায়িত রাখা ঠিক হচ্ছে না। অনেকে পরামর্শ দেন, টাকার মান বেশি থাকলে ভালো হয়। এটা ভুল ধারণা। ডলারের একাধিক বিনিময় হার থাকা উচিত নয়। এতে লাভবান হয় শুধু মধ্যস্বত্বভোগীরা।

ব্যাংকিং খাতে বড় বড় গ্রুপকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কেন? মূল্যস্ফীতি কেন কমাতে পারছি না, অনেক দেশ তো পেরেছে? এর জবাবে মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, 'গত ১৫ মাসে অনেক দেশ মূল্যস্ফীতি অর্ধেক কমিয়ে এনে ৫ শতাংশে এনেছে। আমাদের মূল্যস্ফীতি এখনো উচ্চ। বাজার তদারকি করতে হবে টিভি ক্যামেরা ছাড়া। ভোজ্যতেলের কয়েকজন আমদানিকারককে সোহাগ না করে কিছুদিন শাসন করতে হবে। পাশাপাশি গুটিকয় আমদানিকারকের পরিবর্তে আমদানিকারক বাড়াতে হবে। এতে উপকার পাওয়া যাবে।'

এ সময় মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আরও বলেন, 'আমদানিতে অনেক মধু। এই মধু তারা অনেকের সঙ্গে ভাগ করে। এ জন্য আমরা আমদানি থেকে বের হতে পারছি না।'

এতে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফে সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকেরা।